২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম : ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌরুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রক প্রকল্প

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিআইডব্লিউটিসি

৪। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

	:	মোট	টাকা	প্র: সা:
৪.১) মূল অনুমোদিত	:	৭২২৪.০০	জিওবি ৫৭৭৯.২০ বিআইডব্লিউটিসি ১৪৪৪.৮০	--
৪.২) সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত	:	৭২২৪.০০	জিওবি ৫৭৭৯.২০ বিআইডব্লিউটিসি ১৪৪৪.৮০	--

৫। বাস্তবায়নকাল :

৫.১) মূল অনুমোদিত : এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭

৫.২) সর্বশেষ সংশোধিত : এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮

৫.৩ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত (প্রস্তাবিত) : এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯

৬. **প্রকল্প এলাকা** :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা বরিশাল খুলনা	ঢাকা চাঁদপুর বরিশাল	ঢাকা সদর চাঁদপুর সদর বরিশাল সদর	--	--

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- Provide efficent passenger services in Dhaka-Barisal-Khulna River Route;
- Improve the Communication facilities for the People of the Southern Districts with the Capital City Dhaka ;
- Ensure cheaper Transportation Through waterways .

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন :** ০৭/০৪/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপিতে	এডিপি বরাদ্দ (জিওবি অংশ)	অবমুক্ত টাকা	আর্থিক ব্যয়		মোট
	মোট	টাকা		জিওবি	বিআইডব্লিউটিসি	
২০১৪-১৫	-	--	--	--	--	--
২০১৫-১৬	৫৬৪.৫৪	৮৬০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	১৬.০৭	৫৬৬.০৭
২০১৬-১৭	৩২১২.০১	২১০৯.০০	২১০৯.০০	২১০৯.০০	৪৭৪.৪৩	২৫৮৩.৪৩
২০১৭-১৮	১৩১৮.০১	১১৮৭.০০	১১২৫.০০	৪৭৭.৯০	১৭২.৫৫	৬৫০.৪৫
২০১৮-১৯	২১২৯.৪৪	১০১২.০০	-	-	-	-
মোট :	**৭২২৪.০০**			**৩১৩৬.৯০**	**৬৬৩.০৫**	**৩৭৯৯.৯৫**

১০। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

১) ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন যাত্রীবাহী জাহাজ নিমাণ : লট-১

২) ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন যাত্রীবাহী জাহাজ নিমাণ : লট-২

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত** : উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১২। **পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অব্যয়িত অর্থ দ্বারা জুন, ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পটির যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) অনুমোদিত কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি আরো জোরদার করতে হবে;

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এক অঙ্গের অর্থ অন্য অঙ্গে ব্যয় করা যাবেনা;

(ঘ) নির্মিতব্য জাহাজগুলো যথাসময়ে নির্মাণের লক্ষ্যে শ্রমিকের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে এবং এ বিষয়ে জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ঙ) নির্মিতব্য জাহাজের যাবতীয় ড্রইং-ডিজাইন যথাসময়ে প্রকল্প এলাকায় প্রেরণ করতে হবে; এবং

(চ) পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে সেটি পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩। উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ০২ (দুই) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে :

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১৩.২ প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১৩.৩ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৭২২৪.০০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি;

১৩.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম PPA/PPR বা উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন-এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১৩.৫ বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ০৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে পেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি। তাছাড়া পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ডি.ও পত্র ও তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৪. আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে (ডি.ও পত্র : স্মারক নং ২১.০০.০০০০.০০৮.১৪.০৩৮.২০১৭-৫৭৩, তারিখ : ০৫ অক্টোবর, ২০২১ এবং সাধারণ প্রত্র : স্মারক নং-২১.০০.০০০০.০৫৬.১৪.২৪১.২২-৭২৯, তারিখঃ ১৪/০২/২০২৩ খ্রিঃ স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়)। ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃখলার পরিপন্থী।

প্রকল্পটিতে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন থাকায় টিপিপি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রম মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম : প্রকিউরমেন্ট অব ইক্যুইপমেন্ট ফর নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৪। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল	১১২০২২.০০	-	-	১১২০২২.০০	জানুয়ারি,২০১৪ হতে ডিসেম্বর,২০১৬	১৮/১২/২০১৩		
১ম সংশোধিত	১২২৯২১.৯৩	-	-	১২২৯২১.৯৩	জানুয়ারি,২০১৪ হতে জুন,২০১৯	০৬/১১/২০১৬	১০৮৯৯.০৩ ৯.৭২%	২.৫ বছর ৮৩%
সংশোধিত(২য়) (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নয়							

৫। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	_	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	-

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- Commence immediate operation of the New Mooring Container Terminal (NCT) utilizing the created facilities in compliance with govt. directives;
- Enhance operational efficiency of the port through utilizing the un-utilized facilities of CPA;
- Meet the requirement of container handling equipment keeping pace with the increasing growth in maritime trade.
- Reduce ship congestion and ship's waiting time.

৭। **প্রকল্পের অনুমোদন :** মূল : ১৮/১২/২০১৩, ১ম সংশোধন : ০৬/১১/২০১৬ তারিখ।

৮। অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়(%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
জানু'১৪-জুন'১৪	০০.০০	০০.০০		০.০০
২০১৪-২০১৫	৬৯.২৬	১.০০		৬৯.২৬
২০১৫-২০১৬	৯০.৯৫	১০০.০০		৯০.৯৫
২০১৬-২০১৭	২৯৭০৯.৫৭	৪০০০.০০		৪৯২৪.২৫
২০১৭-২০১৮	৫৮৮০৩.৮৫	১০০০০.০০		১০১০৫.০০
২০১৮-২০১৯	৩৪২৪৮.৩০	-		-
মোট :	১২২৯২১.৯৩			১৫১৮৯.৪৬

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

Ruber Tyred Gantry Crane- 20টি

Rail Mounted Gantry Crane-01 টি

Straddle Carrier (4 High) -10 টি

Reach Stacker -04 টি

Container Mover -05 টি

১০। **প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত** : উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১। **পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

১১.১ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে;

১১.২ মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে;এবং

১১.৩ স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে ।

১২। উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ০২ (দুই) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে :

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২ প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১২২৯২১.৯৩ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম PPA/PPR বা উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন-এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৫ বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ০৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে পেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি। তাছাড়া পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ডি.ও পত্র ও তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৩. আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে (ডি.ও পত্র : স্মারক নং ২১.০০.০০০০.০০৮.১৪.০৩৮.২০১৭-৫৭৩, তারিখ : ০৫ অক্টোবর, ২০২১ এবং সাধারণ প্রত্র : স্মারক নং-২১.০০.০০০০.০৫৬.১৪.২৪১.২২-৭২৯, তারিখঃ ১৪/০২/২০২৩ খ্রিঃ স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়)। ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃখলার পরিপন্থী।

প্রকল্পটিতে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন থাকায় টিপিপি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রম মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সারসংক্ষেপ

(সমাপ্ত-জুন, ২০১৯)

১. প্রকল্পের নাম: খাগড়াছড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি।

৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪. অনুমোদিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
মূল	২৪৪৬.৭১	-	-
১ম সংশোধিত	৩১৬৩.১০	-	-

বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ	জুন, ২০১৮ খ্রিঃ
১ম সংশোধিত	জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ	জুন, ২০১৯ খ্রিঃ
প্রকৃত	জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ	জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

৫. বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ- জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

৬. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি

৭. উদ্দেশ্য:

- ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান;
- নিরাপদ পানি কভারেজ বৃদ্ধি;
- নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

৮. প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়: জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ

৯. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: (ক) পাবলিক টয়লেটের সাথে পানি সংযোগ , (খ) রক্ষাণাবেক্ষণ ও ক্রিয়াকলাপের জন্য রেঁচং (রেঞ্জ), চেঁনটাং (চেইন যুক্ত রেঞ্জ), পাইপ রেচং এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, (গ) পরীক্ষামূলক নলকূপ, (ঘ) উৎপাদনমূলক নলকূপ (১৫০ মিমি*১০০ মিমি) ওভারহেড ট্যাংকসহ, (ঙ) বৈদ্যুতিকরণসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ, (চ) সাবমারসিবল পাম্প (৩-এইচপি), (ছ) ইলেকট্রনিক লাইন সংযোগ (সিঙ্গেল ফেজ), (জ) রাস্তা পুনঃনির্মাণসহ পাইপ লাইন, (ঝ) গৃহ সংযোগ এবং (ঞ) ডিএসপি নলকূপ স্থাপন।

১০. প্রকল্প পরিদর্শন: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটির সমাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. সুপারিশ: পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১১.১ বসতবাড়িতে স্থাপিত ডিএসপি নলকূপের পানিতে হালকা তেল ভেসে থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১১.২ জামতলী বাজারের ২৩ আনসার ব্যাটলিয়ন ক্যান্টিনের পানি সরবরাহের পয়েন্টটিতে ময়লা পানি আসার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১১.৩ ছোট মেরং বাজারে পানির প্রবাহ দ্বারা রাস্তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং দোকানের সামনে পানি জমে থেকে যাতে নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১১.৪ ছোট মেরং বাজারে প্রতি বৃহস্পতিবার বাজার বসে এবং পাহাড়ী ও বাঙ্গালী প্রচুর লোকের সমাগম হয় কিন্তু বাজারটিতে কোন শৌচাগার না থাকায় স্থানীয় জনসাধারনকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এ বাজারটির গুরুত্ব বিবেচনায় একটি শৌচাগার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১১.৫ প্রকল্প শেষ হলে কি নীতিমালায় এবং কি মূল্যে সুবিধাভোগীগণ নির্মত অবকাঠামো থেকে সেবা পাচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। একইসাথে কমিউনিটি কমিটি কিভাবে গটিত হবে এবং কার্যকর হবে সেটিও পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ স্পষ্ট করতে পারেন নি। প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই এ ধরণের নীতিমালাসমূহ প্রণয়নসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে;

১১.৬ প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়ন করতে হবে এবং Exit Plan এর কপি আইএমইড'কে সরবরাহ করতে হবে; এবং

১২. উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ৩ (তিন) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইডি'তে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে;

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২ প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিককভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৩১৬৩.১০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়োছ কিনা তা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৫ বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবদি আইএমইডিত'তে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি। তাছাড়া পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র ও তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলেও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৩. আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে সরকারি পত্র ২১.০০.০০০০.০০৮.২২.০০০১.১৮-৬৫৭; তারিখ: ০৬ জুন, ২০২২ খ্রি: এবং ২১.০০.০০০০.৩০৮.১৪.০৭১.২২-৪১; তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

১৪. পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।